যুগান্তর

তারিখ ... 23 JAN 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

একই দিনে তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা : শিক্ষার্থীরা বিপাকে

যুগান্তর রিপোর্ট

একই দিনে দেশের তিনটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি পরীক্ষার সিডিউল ঘোষণা করায় বিপাকে পড়েছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। বিশেষ করে একই সময়ে দুটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময়সূচির কারণে চরম দুর্ভাবনায় পড়েছে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী। কোন কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে সে ভাবনায় তারা অস্থির। যে সময়ে তাদের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা সে সময়ে তারা ভুগছে দোদুল্যমনতা, দ্বিধা ও উদ্বেগে। আর এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও হতাশ ও ক্ষুব্ধ।

জানা গেছে, ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন হলিফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ এবং কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা ১০ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় গুলশানে অবস্থিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়ালে (বিআইটি) এবং হলিফ্যামিলি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা একই দিন বিকাল সাড়ে ৩টায় মগবাজারে অবস্থিত ইস্পাহানি স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষার সময়সূচি উল্লেখ করা হলেও মেডিকেল কলেজ দুটির ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের এই তথ্য আগে থেকে জানা থাকায় কয়েক হাজার শিক্ষার্থী উভয় মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র কিনেছে। শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যা অনেক কম থাকার কারণে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষাতেই অংশ নিয়ে ভর্তির সুযোগ লাভের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এসব শিক্ষার্থী। কিন্তু একই দিনে এবং একই সময়ে পরীক্ষার সময়সূচি দেখে এরা এখন উদ্বিগ্ন, হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী নাবিলা তাহসিন সরকার মিলিয়া ফোনের সঙ্গে জানায়, ছোটবেলা মোটামুটি মানসম্পন্ন সবগুলো মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে স্বপ্ন পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করতে চাই। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন সমন্বয় না থাকায় এ চেষ্টা বারবার হোঁচট খাচ্ছে। মেডিকেলে ভর্তি হতে না পারলে আমি হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করব। কিন্তু সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে বিকালে গুলশানে ছুটে গিয়ে আরেকটি পরীক্ষায় অংশ নেয়াও আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেশ দুরূহ। একই রকম ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অবস্থানরত একজন অভিভাবক ডা. এমএম শাহান। তিনি বলেন, আগে থেকে ভর্তি পরীক্ষার সূচি জানানো হলে কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানের ফরম কিনতাম না, এতে অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি এতদূর থেকে ঢাকায় গিয়ে ফরম সংগ্রহ করার ভোগান্তি থেকেও রক্ষা পেতাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চমূল্যে ভর্তি ফরম বিক্রির লোভে আগে থেকে ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে সময়সূচি উল্লেখ না করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দুর্ভোগে ফেলছে।